উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL + SLG

৯ আশ্বিন ১৪২৮ রবিবার ৫.০০ টাকা ১৬ পাতা 26 September 2021 Sunday Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

রহস্য স্পিন– তারুণ্য বনাম ক্যাপ্টেন কুল

▸▸ পনেরোর পাতায়

রাষ্ট্রসংঘে মোদির মুখে রবীন্দ্রনাথ

নিউ ইয়র্ক, ২৫ সেপ্টেম্বর : রাষ্ট্রসংঘে ভাষণ দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে মিলিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পাকিস্তান, চিনকে আক্রমণের পর মোদি ভাষণ শেষ করলেন রবীন্দ্রসংগীতের দুটি লাইন দিয়ে। 'শুভ কর্মপথে ধর নির্ভয় গান। সব দুর্বল সংশয় হোক অবসান।'

ঘটনা হল, এই গানটি রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন শ্যামাপ্রসাদের অনুরোধে। ১৯৩৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে। উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ দুটি গান রচনার অনুরোধ করেন কবিকে। 'শুভ কর্মপথে' তার অন্যতম।

সাতরঙ্গা।

উত্তরের আকাশে। শনিবার গরুবাথান ব্লকের সুনতালেতে অনুপ সাহার তোলা ছবি।

দিদির সফরে কেন্দ্রের না

রোমে শান্তি বৈঠকে যোগ দিতে নিষেধ, ক্ষুব্ধ মমতা

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর : দু'লাইনের চিঠি, তাতেও মোদি–মমতা সংঘাত চরমে। চিঠিটি দেশের বিদেশমন্ত্রকের। এসেছে নবান্নে। চিঠির বক্তব্য, রোমে যে কর্মসূচিতে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, বিদেশমন্ত্রক মনে করে, সেই অনুষ্ঠান একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর অংশগ্রহণ তাঁর পদের মর্যাদার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। বিদেশমন্ত্রক তাই মুখ্যমন্ত্রীর এই সফরের অনুমতি দিচ্ছে না।

ব্যস, তেতে উঠেছে রাজনীতি। ইতালির একটি সংস্থার আমন্ত্রণে ওই অনুষ্ঠানে যাওয়ার ব্যাপারে সম্মত হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। শান্তি সম্মেলনের ওই কর্মসূচিতে তাঁর আগামী ৬ ও ৭ অক্টোবর রোমে থাকার কথা ঠিক হয়েছিল। ওই সম্মেলনে আমন্ত্রিতদের মধ্যে আছেন জার্মানির চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মার্কেল, পোপ, মিশরের ইমাম, ইতালির প্রধানমন্ত্রী প্রমুখ।

কেন্দ্রীয় সরকারের এই সফর বাতিল করে দেওয়াকে শনিবার নির্বাচনি প্রচারের অস্ত্র করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভবানীপুরে এদিন এক জনসভায় তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী বিদেশ গেলেন, অথচ আমাকে যেতে দেওয়া হল না? হিংসে করে আমাকে আটকানো হল।' রোমের অনুষ্ঠানটি মুখ্যমন্ত্রীর অংশগ্রহণের পক্ষে 'সামঞ্জস্যপূর্ণ' নয় বলে বিদেশমন্ত্রক মন্তব্য করলেও কেন সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, তার কোনও ব্যাখ্যা নবান্নে পাঠানো চিঠিতে নেই।

বিদেশমন্ত্রক ব্যাখ্যা না দিলেও ওই চিঠির স্বপক্ষে সওয়াল করছেন বিজেপি নেতারা। দলের রাজ্য কমিটির সহসভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, 'বিদেশ সফরে অনুমতি দেওয়ার নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া আছে। সেটা অনুসরণ করতে হয় সরকারকে। এর মধ্যে রাজনীতি না টেনে আনাই ভালো।'

শনিবার ভোটের প্রচারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্যের অবশ্য বক্তব্য, 'শান্তির আড়ালে বহু জায়গায় বহু কিছু ঘটে। সেখানে একজন মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য রাখা হয়তো ঠিক নয় বলে বিদেশমন্ত্রক মনে করে থাকতে পারে। সেজন্য অনুমতি দেয়নি।'

রোমের সম্মেলনে তিনি হিন্দুত্বের প্রতিনিধিত্ব করতেন বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁর কথায়, 'মুখে তো বড় বড় হিন্দুত্বের কথা বলেন। কিন্তু প্রতিহিংসাবশত আমাকে আটকানো হল। ভারত ও বাংলাদেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও, ইতালি বিশেষ অনুমতি দিয়েছিল। এত বড় বিশ্ব শান্তি সম্মেলন আগে হয়নি।'

নবান্ন সূত্রে জানানো হয়েছে, এর আগে আমেরিকার শিকাগো ও চিন সফরের অনুমতিও কেন্দ্রীয় সরকার বাতিল করে দিয়েছিল। সেই দু'বারও কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট যুক্তি দেখানো হয়নি। নিয়মানুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী রোম সম্মেলনে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে বিদেশমন্ত্রককে চিঠি দিয়েছিলেন। কিন্তু বিদেশমন্ত্রক সরাসরি না করে দেওয়ায় ভয়ংকর ক্ষুব্ধ মমতা।

শনিবার নির্বাচনি জনসভায় তিনি বলেন, 'এভাবে আমাকে আটকানো যাবে না। আমি যেখানে যেতে চাই, সেখানেই বারণ করে। আর ছাড়া কারও যাতায়াতে তো এমনটা

> মুখে তো বড় বড় হিন্দুত্বের কথা বলেন। কিন্তু প্রতিহিংসাবশত আমাকে আটকানো হল। ভারত ও বাংলাদেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও, ইতালি বিশেষ অনুমতি দিয়েছিল। এত বড় বিশ্ব শান্তি সম্মেলন আগে হয়নি।

করা হয় না। বিশ্ব শান্তির জন্য রোমে সম্মেলন হচ্ছে। যদি শান্তির কথা আসে, তা হলে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ আমাকে কেন দেওয়া হল না?'

কেন্দ্রের প্রতি বিষোদ্গার করে মমতার বক্তব্য, 'আমাকে যেতে না দিয়ে বেআইনি কাজ করেছে, বেইজ্জত করেছে। আমি বিদেশে ঘুরতে যাই না। যেখানে দেশের সম্মান যুক্ত, সেখানে আমাকে দেশের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল।'

তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়ের মতে, 'এটা অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার। কেন্দ্রের অনুমতি দেওয়াটা শুধুমাত্র ফর্মালিটি। জয়শংকর আগে বিদেশসচিব ছিলেন। এখন বিজেপির পার্টি লাইন ফলো করছেন।' রোমের সংস্থাটি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে পাঠানো আমন্ত্রণপত্রে লিখেছিল, 'গত দশ বছরে শান্তির বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য, সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও দেশের উন্নয়নে আপনার অবদানের জন্য ব্যক্তিগত অভিনন্দন। পৃথিবীজুড়ে ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠা আমাদের সার্বিক উদ্দেশ্য।' প্রবীণ তৃণমূল নেতা সুব্রত মুখোপাধ্যায় বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী একের পর এক দেশ ভ্রমণ করে যাচ্ছেন। অথচ বিরোধী দলের কারও কর্মসূচি থাকলে তাঁকে বাধা দেওয়া হচ্ছে।'

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির চলতি আমেরিকা সফরকে নিশানা করেছেন মমতা। টেনে এনেছেন সেদেশে ভারতীয় টিকার নিষেধাজ্ঞার প্রশ্ন। মমতা বলেন, 'মার্কিন সরকার কোভ্যাকসিন গ্রাহ্য না করায় আমাদের দেশের হাজার হাজার ছেলেমেয়ে পড়াশোনার জন্য বা ব্যবসার কাজে আমেরিকা যেতে পারছেন না। অথচ প্রধানমন্ত্রী কোভ্যাকসিন নিয়ে আমেরিকা চলে গেলেন।'

তাঁর বক্তব্য, 'কেন্দ্রীয় সরকারকে এর জবাব দিতে হবে। দেশের সব মানুষকে বন্দি করার চক্রান্তের জবাব মানুষ দেবে।'

সেই সোহেলের খোঁজে আসা বাংলাদেশি ধৃত

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : ১,১০০ কোটি টাকা আর্থিক দুর্নীতির মামলায় ধৃত বাংলাদেশি পুলিশকর্তা সোহেল রানার সঙ্গে দেখা করতে এসে পুলিশের জালে ধরা পড়েছেন এক বাংলাদেশি। ওই ব্যক্তিকে থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। সোহেলের গ্রেপ্তারের পর থেকেই একেএম বাহারুল নামে ওই ব্যক্তি শিলিগুড়ির একটি হোটেলে ঘাঁটি করে বসেছিলেন। সেখান থেকেই তিনি মেখলিগঞ্জের জেলে বন্দি সোহেলের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশকর্তাদের একাংশের অনুমান, সোহেলের কাছ থেকে কোনও গোপন তথ্য জানতে বা তাঁর কাছে কোনও গোপন বার্তা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টায় ছিলেন ওই বাংলাদেশি। শিলিগুড়ির সহকারী পুলিশ কমিশনার (পূর্ব) শুভেন্দ্র কুমার বলেন, 'বাংলাদেশের ওই নাগরিককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। আইন মেনেই পদক্ষেপ করা হবে।'

সোহেল রানা।

সোহেলের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেওয়ার নামে ইতিমধ্যেই ওই বাংলাদেশি নাগরিকের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নিয়েছেন কয়েকজন। কাদের টাকা দিয়েছেন বাহারুল তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। তাঁর ভিসা এবং ভারতের বিভিন্ন অংশে যাতায়াত নিয়েও বিস্তর প্রশ্ন উঠেছে। পুলিশ সূত্রের খবর, শিলিগুড়ি থেকে কয়েকবার মেখলিগঞ্জও গিয়েছিলেন বাহারুল। সেখানে কার কার সঙ্গে দেখা করেছেন তিনি সে সম্পর্কেও খোঁজখবর শুরু হয়েছে।

পুলিশ সূত্রের খবর, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ সংলগ্ন একটি হোটেলে ঘাঁটি করেছিলেন বাহারুল। ৯ সেপ্টেম্বর নাগাদ শিলিগুড়িতে এসেছিলেন তিনি। কয়েকদিন থাকার পর হোটেল ছেড়ে চলে যান। তিন–চারদিন পর ফিরে আসেন। হোটেল ছেড়ে যাওয়ার সময় রেজিস্টারে লিখেছিলেন কলকাতা যাচ্ছেন। ফেরার সময় লেখেন গুয়াহাটি থেকে ফিরছেন। দু'বার হোটেলের রেজিস্টারে দুই জায়গার ঠিকানা দিয়েছেন বাহারুল। খবর পেয়ে শুক্রবার রাতেই হোটেলে হানা দেয় পুলিশের বিশেষ দল। সেখানেই কয়েক দফা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তাঁকে। সকালে শিলিগুড়ি থানায় এনে ফের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন পুলিশকর্তারা।

পাসপোর্টের তথ্য বলছে, বাহারুলের বাড়ি বাংলাদেশের কুমিল্লার দাড়িকান্দি ইসলামাবাদ এলাকায়। তামিলনাড়ুর ভেলোরে চিকিৎসার জন্য মেডিকেল ভিসা পেয়েছিলেন তিনি। ৬ জুন তাঁর ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। পরে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভিসার মেয়াদ বাড়িয়ে নেন তিনি। তবে তামিলনাড়ুতে চিকিৎসায় গেলেও রহস্যজনকভাবে বাহারুলের এগজিট পারমিট দেওয়া হয় পঞ্জাবের লুধিয়ানা থেকে। তবে ওই পাসপোর্ট ও ভিসা বৈধ কি না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। বাহারুলের পাসপোর্ট ও ভিসার তথ্যে বেশ কিছু গরমিল পেয়েছে পুলিশ। পাসপোর্টে বাহারুলের বাবার নাম মহম্মদ আব্দুল বতিন থাকলেও তাঁর এগজিট পারমিটে বাবার নাম লেখা হয়েছে আব্দুল বতিন সরকার। *এরপর বারোর পাতায়*

রহস্যময় দূত

- সোহেলের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগের চেষ্টা
- শিলিগুড়ি থানায় বাংলাদেশিকে জেরা
- সোহেলের থেকে তথ্য জানা বা কোনও গোপন বার্তা পৌঁছে দেওয়ার ছক
- আটক বাংলাদেশির পাসপোর্ট ও ভিসার তথ্যে গরমিল
- সোহেলের কোনও শাগরেদ রাজ্যে লুকিয়ে, সন্দেহ পুলিশের

পরিষেবা দিতে ল্যাজেগোবরে পুরনিগম

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : জঞ্জাল অপসারণ, পানীয় জল বা কোভিড টিকাকরণ, শিলিগুড়ি পুরনিগমের সবেতেই নাস্তানাবুদ অবস্থা। সবকিছু সবার সামনে প্রকট হলেও তা সামাল দেওয়ার চেষ্টাও নেই।

শিলিগুড়ি পুরনিগম রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের হাতে আসায় পরিস্থিতির উন্নতি হবে বলে অনেকেই ভেবেছিলেন। কিন্তু কোথায় কী! শহরে দিনের পর দিন যত্রতত্র জঞ্জাল পড়ে থাকায় রোগের সংক্রমণ বাড়ছে। পানীয় জলের জন্যও বিভিন্ন ওয়ার্ডের মানুষকে চাতক পাখির মতো বসে থাকতে হচ্ছে। জল কখন আসবে বা আদৌ আসবে কি না তা কারও জানা নেই। কোভিড টিকা পেতে মানুষকে গোটা রাজ্যের মধ্যে একমাত্র শিলিগুড়িতেই রাত জেগে লাইন দিতে হচ্ছে। পুরনিগমের প্রশাসকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য রঞ্জন সরকারের অবশ্য দাবি, 'পুর পরিষেবা ভেঙে পড়েছে এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। জঞ্জাল অপসারণ, পানীয় জল বা কোভিড টিকাকরণ, সমস্ত ক্ষেত্রেই ভালোভাবে কাজ হচ্ছে। কোনও খামতি ধরা পড়লেই দ্রুত পদক্ষেপ করা হচ্ছে।'

শিলিগুড়ি পুরনিগম বামেদের হাতে থাকাকালীন বিভিন্ন পরিষেবা নিয়ে বারবারই প্রশ্ন উঠেছে। ওই সময় থেকেই অনিয়মিতভাবে জঞ্জাল সাফাইয়ের অভিযোগ রয়েছে। বেশ কিছু ওয়ার্ড থেকে নিয়মিত জঞ্জাল সাফাই হয় না জেনেও তৎকালীন বোর্ড সেই সমস্যা মেটাতে পারেনি। পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য কয়েকবার কলকাতায় গিয়ে দরবার করলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। নির্বাচিত বোর্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে অশোকবাবুর নেতৃত্বে প্রশাসক বোর্ডও সেভাবে শহরের সমস্যা মেটাতে সফল হয়নি।

মে মাসের প্রথম সপ্তাহেই গৌতম দেব, রঞ্জন সরকার, অলোক চক্রবর্তীদের পুরনিগমের প্রশাসকমণ্ডলীর দায়িত্ব দেওয়া হয়। ঘাসফুলের হাতে পুরনিগমের দায়িত্ব আসায় সমস্যা মিটবে বলে অনেকেই ভেবেছিলেন। ভাবনাই সার। বাজেটের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে চেয়ারম্যানের বাজেট বক্তৃতার বই ছাপানো হয়। ট্রেড লাইসেন্স সহ অন্যান্য পরিষেবা অনলাইনে করার ঘোষণা করেও এখনও সেসব চালু করা যায়নি। বামেদের হাতে দায়িত্ব থাকাকালীন আজকের দায়িত্বপ্রাপ্তরাই বারবার ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে অশোকবাবুর পদত্যাগ দাবি করতেন।

এরপর বারোর পাতায়

ধূপগুড়িতে ফোর লেনের কাজ আটকে গেল

ধূপগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার, ২৫ সেপ্টেম্বর : রাস্তার জন্য জমি দিতে কেউই অরাজি নন। কিন্তু ন্যায্য ক্ষতিপূরণ পাননি বলে তাঁদের প্রায় সবারই অভিযোগ।

জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ (এনএইচএআই) অবশ্য বাসিন্দাদের ক্ষোভকে অগ্রাহ্য করেই শনিবার কড়া পুলিশি পাহারায় আলিপুরদুয়ার–২ ব্লকে সলসলাবাড়ি মৌজার দেব কলোনি ও চাপরেরপার মৌজায় ইস্ট–ওয়েস্ট করিডরের কাজ শুরু করে। অন্যদিকে, ন্যায্য ক্ষতিপূরণের দাবিতে জমির মালিকরা ধূপগুড়ির ভেমটিয়ায় ফোর লেনের সমীক্ষার কাজ আটকে দেন। সমীক্ষার কাজে আসা দুজনকে বাধাও দেওয়া হয়। দুই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়।

রাস্তার কাজের জন্য জমির দাম নিয়ে ধূপগুড়ির ভেমটিয়াতেও সমস্যা রয়েছে। ভেমটিয়ার বাসিন্দা নুর মহম্মদ ইরশাদ বলেন, 'ফোর লেনের দীর্ঘদিন থেকে জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে। প্রথমদিকে বাসিন্দারা তিনফসলি জমি দিতে নারাজ ছিলেন। বর্তমানে অবশ্য তাঁরা রাজি। কিন্তু অন্যান্য জায়গার তুলনায় ভেমটিয়া মৌজায় জমির দাম একেবারেই কম ধরা হয়েছে।' এলাকার বাসিন্দা আবু তাহের বলেন, 'জমির বর্তমান দামের থেকে দুই–তিনগুণ বেশি মূল্য দেওয়া হবে বলে বলা হলেও আসলে বর্তমান দামের থেকেও কম টাকা দেওয়া হচ্ছে।' এসবের জেরে সার্ভেয়াররা এদিন জমি সমীক্ষা করতে এলেও বাসিন্দাদের বিক্ষোভের জেরে সমীক্ষার কাজ শুরু করা যায়নি।

ধূপগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশ সিং, ধূপগুড়ি থানার আইসি সুজয় তুঙ্গা পুলিশবাহিনী সহ ঘটনাস্থলে যান। তাঁরা সেখানে গিয়ে জমির মালিকদের সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনাও করেন। রাজেশ বলেন, 'সকলেই জমি দিতে রাজি। তবে তাঁরা জমির উপযুক্ত দাম চান। জেলা শাসকের উদ্যোগে এই সমস্যা অনেকটাই মিটে গিয়েছে। সোমবার এবিষয়ে বৈঠকও রয়েছে। ওই বৈঠকে জমির দাম সংক্রান্ত সমস্যা মিটতে পারে।'

আলিপুরদুয়ার সলসলাবাড়ি থেকে ফালাকাটা পর্যন্ত দীর্ঘ ৪১ কিমি ফোর লেন রাস্তার মধ্যে আলিপুরদুয়ার–২ ব্লকে প্রায় সাড়ে নয় কিলোমিটার রাস্তা হওয়ার কথা। কিন্তু সলসলাবাড়ি, ভেলুরডাবরি, চাপরেরপার, চেংপাড়া ও শোভাগঞ্জ– এই পাঁচটি মৌজায় প্রস্তাবিত জমিতে কাজ করতে গিয়ে এনএইচএআই–কে বারবার বাধার মুখে পড়তে

জমির মালিকদের সঙ্গে আলোচনায় পুলিশ, জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ ও পুর প্রশাসন।

হচ্ছে। ইতিমধ্যে একাধিকবার পুলিশি পাহারায় কাজ শুরু করা হলেও তা বেশি এগোয়নি। এদিন সলসলাবাড়ি ও চাপরেরপার মৌজায় ফের কাজ শুরু হয়। হঠাৎ করে আর্থমুভার নামিয়ে কাজ শুরু করায় অনেকে হকচকিয়ে যান। প্রাথমিক পরিস্থিতি সামলে অনেকে কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন। বাড়ির মহিলারাও তাতে শামিল হন। কিন্তু বিশাল পুলিশবাহিনীর সামনে বাসিন্দারা পিছু হটেন। এলাকায় পর্যাপ্ত মহিলা পুলিশকর্মীও ছিলেন।

এলাকার বাসিন্দা শংকর দে, অপর্ণা দে প্রমুখের অভিযোগ, কোনও সরকারি নোটিশ জারি না করেই এদিন রাস্তার কাজ শুরু করা হয়। হঠাৎ করে কাজ শুরু করায় তাঁদের বহু জিনিসপত্রের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

বাসিন্দাদের পাশাপাশি এদিন ভারতীয় কিষান সংঘও বিক্ষোভে শামিল হয়। সংগঠনের সভাপতি রাখালচন্দ্র বর্মনের দাবি, বিক্ষোভ চলাকালীন এদিন তাঁদের পতাকা ছিনিয়ে নেওয়া হয়। সংগঠনের সম্পাদক রতন রায় বলেন, 'আমাদের দাবি না মেনে কাজ করা হচ্ছে। কৃষক পরিবারের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা মেটাতে হবে। কিন্তু তা না করা হলে অনশন আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা আমাদের দাবি তুলে ধরব।' বাসিন্দাদের কার কী সমস্যা আছে তা শোনার পাশাপাশি যে এলাকাগুলিতে কোনও সমস্যা নেই সেখানে রাস্তার কাজ করা হচ্ছে বলে আলিপুরদুয়ারের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবাশিস চক্রবর্তী জানান। সরকারি নির্দেশিকা মেনেই কাজ করা হচ্ছে বলে এনএইচএআই–এর প্রোজেক্ট ডিরেক্টর সঞ্জীব শর্মা ও আলিপুরদুয়ার–২'এর বিডিও চিরঞ্জিৎ সরকার জানান। অন্যদের পাশাপাশি আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনিন্দ্য ভট্টাচার্য ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

শিলিগুড়ি আদালতের নিরাপত্তা নিয়েও চিন্তা

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : নিরাপত্তার চাদরে মোড়া দিল্লির রোহিণী আদালতে যদি গুলির লড়াই চলতে পারে, তবে 'বেআব্রু' শিলিগুড়িতে কী হতে পারে, ভাবাচ্ছে আইনজীবীদের। দিল্লির ঘটনা শিলিগুড়ি সহ যে কোনও আদালতেই ঘটতে পারে বলে মনে করছেন তাঁরা। উত্তর–পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার হিসাবে পরিচিত এই শহরের আদালতের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আতশকাচেও ধরা পড়ে না। তাই আইনজীবীদের একাংশের বক্তব্য, দুষ্কৃতীরা চাইলে আদালত চত্বরে যে কোনও নাশকতা বাঁ হাতে ঘটিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে। বাধা দেওয়ার কেউ থাকবে না।

শিলিগুড়ি আদালত চত্বরে দিনের ২৪ ঘণ্টা পাহারায় পুলিশ থাকে না। পাশাপাশি, আদালত চত্বরে নেই কোনও মেটাল ডিটেক্টর মেশিন। শুনানি চলাকালীন আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে দুষ্কৃতীরা আদালতের ভেতর প্রবেশ করলে টের পাওয়াও যাবে না। বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভানেত্রী গঙ্গোত্রী দত্ত বলেন, 'দিল্লির ঘটনা দেখার পর সমস্ত আইনজীবী আতঙ্কে রয়েছেন। শিলিগুড়ি আদালতে পুলিশি নজরদারি আরও বাড়ানো প্রয়োজন। বিশেষ করে যখন দাগি আসামিদের নিয়ে আসা হয়। বর্তমানে অনেক আইনজীবী রয়েছেন। বাইরে থেকেও অনেক আইনজীবী আসেন। তাই সকলকে চিহ্নিত করাও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

সন্ধ্যার পর শিলিগুড়ি আদালতের রেকর্ড রুমের দায়িত্বে থাকেন দুজন চতুর্থ শ্রেণির কর্মী। গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ড রুমের দায়িত্বে কেন সশস্ত্র পুলিশকর্মীদের রাখা হয় না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এমনিতে বেহাল অবস্থায় থাকা রেকর্ড রুমে অনেক কেস ডায়ারি খুঁজে পাওয়া যায় না। *এরপর বারোর পাতায়*

নজরকাড়া

ইমরানকে তুলোধোনা স্নেহার
▸▸ নয়ের পাতায়

রাজ্যে পরবর্তী অর্থমন্ত্রী নিয়ে জল্পনা
▸▸ চোদ্দোর পাতায়